বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০৩

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	পিজিসিবি এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	০১
২	পিজিসিবি এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	০২
৩	পিজিসিবি এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	০২
৪	কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি	০৪
৫	স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	০৬
৬	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	০৭
৭	পিজিসিবি এর রাজস্ব চাহিদা	০৯
৮	মূল্যহার আদেশ	১০
পরিশিষ্ট-'ক'	বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ), ২০২০	১২

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০৩
তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ অনুসারে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ <u>পিজিসিবি এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ</u>

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের জন্য কমিশনে আবেদন করে।

১.২ পিজিসিবি তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছে যে, কমিশন কর্তৃক ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সর্বশেষ পিজিসিবি এর সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। পিজিসিবি এর আবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নিকট সম্ভাব্য ৭৩,৪৯৭ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য তাদের মোট ৩০,৮৮১ মিলিয়ন টাকার প্রয়োজন হবে। এ প্রেক্ষাপটে পিজিসিবি তাদের সঞ্চালন চার্জ ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে গড়ে ০.৪২০২ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসাবে পিজিসিবি তাদের আবেদনে নেট স্থায়ী সম্পদের ওপর গড় আয় হার কম হওয়া, সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি বাবদ ডিএসএল এর অর্থ পরিশোধ এবং নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থের যোগান দিতে না পারা, নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ করা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করা, পিজিসিবি কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা, বিনিয়োগকারীগণকে উপযুক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

১.৩ আবেদনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পিজিসিবি এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গড় সঞ্চালন চার্জ ছিল ০.২৭৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে সম্ভাব্য সঞ্চালন ব্যয় দাঁড়াবে ০.৪২০২ টাকা/কিও.ঘ.। উক্ত গড় সঞ্চালন ব্যয় অনুযায়ী পিজিসিবি ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে ২৩০ কেভি, ১৩২ কেভি এবং ৩৩ কেভি ভোল্টেজ লেভেলে যথাক্রমে ইউনিটপ্রতি ০.৪১৬৬ টাকা, ০.৪২০২ টাকা এবং ০.৪২৩৭ টাকা সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে।

২.০ পিজিসিবি এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী কমিশন আবেদনটি প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করার জন্য ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পিজিসিবি-কে নির্দেশ প্রদান করে। পিজিসিবি ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে চাহিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

২.২ পিজিসিবি এর আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে উক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য ইতঃপুর্বে কমিশন কর্তৃক গঠিত 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

২.৩ কমিশন ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ২:০০ টায় কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি অডিটরিয়ামে পিজিসিবি এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৩.০ পিজিসিবি এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পিজিসিবি এর আবেদন মূল্যায়ন করে TEC একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিল করে, যার প্রধান বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.১.১ পিজিসিবি আবেদনের সাথে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক এবং জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। ২০১৯-২০ অর্থবছর চলমান হওয়ায় TEC যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর হিসেবে জুলাই'১৮-জুন'১৯ সময়ের প্রকৃত তথ্য ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) নির্ণায়ক (Criteria) অনুসরণ করে প্রোফরমা সমন্বয়ের (Proforma Adjustment) মাধ্যমে পিজিসিবি এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৩.১.২ TEC বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের বার্ষিক চাহিদা, বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো কর্তৃক গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনাক্রমে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের জন্য পিজিসিবি এর নীট বিদ্যুৎ সঞ্চালনের পরিমাণ প্রাক্কলন করে ৭৫,১৪৪ মিলিয়ন কি.ও.ঘ.।

৩.১.৩ TEC পিজিসিবি এর রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১৫% হারে, অন্যান্য ইক্যুইটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার ৮.৭৩% এর অর্ধেক হারে এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের গড় সুদের হার ৪.৪৬% বিবেচনা করে। সে মোতাবেক TEC পিজিসিবি এর রিটার্ন অন রেট বেজ ৮,৭৬৫ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে।

৩.১.৪ TEC জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের জন্য পিজিসিবি এর জনবল ব্যয় (নতুন জনবলের ব্যয়সহ) বার্ষিক ৭% বৃদ্ধি বিবেচনায় ৩,৫৬০ মিলিয়ন টাকা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইউনিটপ্রতি প্রকৃত ব্যয় প্রায় ০.০১ টাকা/কি.ও.ঘ. বিবেচনায় ৭৩৯ মিলিয়ন টাকা; অফিস এবং সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইউনিট প্রতি প্রকৃত ব্যয় ০.০১৬ টাকা/কি.ও.ঘ. বিবেচনায় ১,২২৬ মিলিয়ন টাকা; অবচয় খাতে ৭,৭৩৩ মিলিয়ন টাকা [বাংলাদেশ ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ২৫,১৬২ মিলিয়ন টাকা, এনহেন্সমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রীড সাবস্টেশন এন্ড ট্রান্সমিশন লাইফ ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন প্রকল্পের ১০,৭৯৭ মিলিয়ন টাকা, পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ৩,৩৬০ মিলিয়ন টাকা, ভেড়ামারা (বাংলাদেশ)-বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট বাংলাদেশ অংশের সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের ছয় মাসের জন্য ৯৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ছয় মাসের জন্য ১,৬২৩ মিলিয়ন টাকার নতুন সম্পদ সংযোজন বিবেচনায়] এবং কর্পোরেট ট্যাক্স পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ওপর ২৫% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স ১,৪৬৫ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করে।

৩.১.৫ TEC যাচাইবর্ষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়ের ভিত্তিতে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি বিবেচনায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিজিসিবি এর অন্যান্য আয় ১,০৯৬ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করে।

৩.১.৬ TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিজিসিবি এর নীট সঞ্চালন ব্যয়ের পরিমাণ (মোট রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য পরিচালন আয় বাদ দিয়ে) ২২,৩৯২ মিলিয়ন টাকা বা ০.২৯৮০ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিজিসিবি এর সঞ্চালন মূল্যহার বৃদ্ধি প্রয়োজন ০.০১৯৩ টাকা/কি.ও.ঘ.।

৩.১.৭ TEC নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ করে:

(ক) গ্রাহককে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ভোল্টেজ প্রোফাইল ঠিক রাখার জন্য যথাযথ স্টাডির মাধ্যমে সঞ্চালন নেটওয়ার্কে প্রয়োজনীয় Reactive Power Compensation এর ব্যবস্থা রাখা;

(খ) N-1 Security নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিশেষ করে সিঙ্গেল সার্কিট লাইন (ডাবল সার্কিট টাওয়ার) সমূহের দ্বিতীয় সার্কিট Stringing স্বল্পতম সময়ে জরুরীভিত্তিতে নির্মাণ করা;

(গ) পিজিসিবি এর জন্য পৃথক অবচয় তহবিল গঠন করা; এবং

(ঘ) গ্রীড কোড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.০ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি

৪.১ কমিশন ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক ভোরের কাগজ, দা ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দা ডেইলি অবজারভার ও দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কমিশন ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ বিএসআরএম স্টিল মিলস্ লিমিটেড গণশুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুপুর ২.০০ টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে পিজিসিবি এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ গণশুনানিতে আবেদনকারী পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল), অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী, বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই), কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলন, মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মোবাইল ফোন রিচার্জ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কর্মসংস্থান আন্দোলন এবং গ্রীণ ভয়েস এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব পিজিসিবি কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন।

৪.৬ পিজিসিবি বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) বিগত কয়েক বছরে পরিচালন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে;

(খ) সর্বশেষ ট্যারিফ নির্ধারণী বর্ষে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) সম্পদের ভিত্তিমূল্য ছিল ৭,৯৯৭ কোটি টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রাক্কলিত সম্পদের ভিত্তিমূল্য প্রায় ২৩,৬১০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত ১৫,৬১৩ কোটি টাকার সম্পদ নতুন সংযোজিত হচ্ছে, যার ওপর রিটার্ন বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন;

(গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী নীট স্থায়ী সম্পদের উপর আয়ের হার ২.৭১%। কিন্তু কোম্পানীর সম্পদের উপর Required Rate of Return ৬.৩৫%। সম্পদের উপর Required Rate of Return অনুযায়ী Return অর্জিত না হওয়ায় সরকারের নিকট হতে গৃহীত ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি বাবদ অর্থ পরিশোধ এবং নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না;

(ঘ) পিজিসিবি এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প ব্যয় বহনের পর বাণিজ্যিক ঋণের অর্থ পরিশোধ করা;

(ঙ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে Negotiated Loan Agreement এর চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করা।

(চ) সরকার, দেশ তথা জনগণের সার্বিক মঙ্গল ও দেশের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অলাভজনক কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

(ছ) নিরবচ্ছিন্ন এবং মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

(জ) সরকার ও দাতা সংস্থার ঋণের সুদ ও কিস্তি প্রতিবছর নিয়মিত পরিশোধ করা; এবং

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সত্ত্বেও পীক আওয়ার ও অফ-পীক আওয়ারে এবং শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ চাহিদার ব্যাপক পার্থক্য হওয়ার কারণে গ্রীডের সঞ্চালন ক্ষমতা পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় বিদ্যমান হুইলিং চার্জের মাধ্যমে পিজিসিবি এর কাঙ্ক্ষিত আয় না হওয়া।

৪.৭ TEC ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত পিজিসিবি এর সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.০ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত

স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ গণশুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। পিজিসিবি, ক্যাব এবং বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর মতামত নিম্নরূপ:

৫.১ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

গণশুনানি ও গণশুনানি-উত্তর মতামত ব্যক্ত করা হয় যে,

(ক) যেহেতু সরকার ব্যাংক আমানতের ওপর সুদের হার কমিয়েছে, সেহেতু পিজিসিবি এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্নের হার ১২.০০% থেকে হ্রাস করা;

(খ) সঞ্চালন ট্যারিফ বৃদ্ধি না করে ডিভিডেন্ড কমিয়ে বা বন্ধ করে দিয়ে কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে ঘাটতি পূরণ করা যায়;

(গ) সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঞ্চালন লস ৩.০০% এর পরিবর্তে ২.৭৫% বিবেচনা করা;

(ঘ) মূল্যহার পরিবর্তনের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিইআরসি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্যহার নির্ধারণের নির্ণায়ক বিবেচনায় নেয়া; Wednesbury Principle মতে সততা/সুবিবেচনা (Fairness) নিশ্চিত করা; মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা এবং সম্পদ যতটুকু ব্যবহার হয়-অবচয় ব্যয় ততটুকুর ওপর ধার্য করা;

(ঙ) মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব মূল্যায়নের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না হওয়া।

(চ) সকল ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির (Direct Procurement Method-DPM) পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (Open Tender Method-OTM) নিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

৫.২ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন:

নিজস্ব তহবিলের পরিবর্তে ঋণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন, সঞ্চালন লস হ্রাস না-পাওয়া, সঞ্চালন গ্রীডের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

৫.৩ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি):

পিজিসিবি এর উপস্থাপনায় ট্যারিফ বৃদ্ধি করা না হলে তার বিরূপ প্রভাবের যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, তার সমালোচনা করা হয়। পিজিসিবি এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পিজিসিবি এর চলমান প্রকল্পের ব্যয়, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি ইত্যাদি তথ্য স্থানীয় জনগণের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার অনুরোধ জানানো হয়।

৫.৪ **বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো):**

বিদ্যুতের বৃহৎ ক্রেতা হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক পরিকল্পনা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ নির্মাণের আহ্বান জানানো হয়।

৫.৫ **বিএসআরএম স্টিল মিলস্ লিমিটেড:**

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পিজিসিবি এর পরিচালন কাঠামোর উন্নতির কারণে বিদ্যুতের মূল্যহার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকের স্বার্থে কমিয়ে দেয়া আবশ্যক মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।

৫.৬ **জনাব সিরাজুল ইসলাম, সংবাদিক প্রতিনিধি:**

বিদ্যুতের চাহিদা মোতাবেক পিজিসিবি সঞ্চালনে সক্ষম কিনা তা জানতে চান এবং সঞ্চালন ট্যারিফ বৃদ্ধিতে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বিবেচনার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

৫.৭ **পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি):**

গণশুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করা হয়:

(ক) এডভান্স এবং প্রি-পেমেন্ট খাতে ১,১৪৫ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা প্রয়োজন;

(খ) রেগুলেটরী ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা সংশোধনপূর্বক ২,২০৩ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা;

(গ) ওভার অল রেট অব রিটার্ন নির্ণয়ে কমন স্টকের উপর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের লভ্যাংশের হার অনুযায়ী ১৭.০০% এবং অবশিষ্ট ইক্যুইটির উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ডের রেট ৮.৭৩% এর অর্ধেকের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ৮.৭৩% বিবেচনা করা; এবং

(ঘ) বিদ্যুতের উৎপাদন এবং চাহিদার পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনা করে বার্ষিক সঞ্চালনের পরিমাণ ৭৫,১৪৪ এর স্থলে ৭৩,০৮২ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বিবেচনা করা।

৬.০ **<u>কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ</u>**

৬.১ পিজিসিবি এর সঞ্চালন লস ২.৭৫% ধরার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। পিজিসিবি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সঞ্চালন চার্জ ২.৭৫% নিশ্চিত করেছে। এমতাবস্থায়, বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণে ২০২০ সালের জন্য ২.৭৫% হারে সঞ্চালন লস বিবেচনা করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৬.২ গ্রাহককে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ভোল্টেজ প্রোফাইল ঠিক রাখার জন্য যথাযথ স্টাডির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় Reactive Power Compensation এর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

৬.৩ পিজিসিবি এর সঞ্চালন নেটওয়ার্কে N-1 security নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, এ বিষয়ে কমিশনও একমত।

৬.৪ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক পরিকল্পনা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা যৌক্তিক ও প্রয়োজন মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়।

৬.৫ গণশুনানি-উত্তর মতামতে মূল্যহার প্রস্তাব মূল্যায়নে তথ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে দাখিলকৃত কোনো আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পর আবেদনসহ কমিশনে প্রাপ্ত সকল তথ্য যে কোনো ব্যক্তিকেই কমিশন সরবরাহ করে থাকে। তবে আবেদনসমূহের বিষয়ে কোনো সম্পূরক তথ্যের প্রয়োজন হলে তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট সরাসরি চাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিজিসিবি কর্তৃক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর আওতায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা এবং সে অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.৬ অব্যবহৃত/স্বল্প ব্যবহৃত সমুদয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ধরে অবচয় ধার্য করা হয় মর্মে গণশুনানি-উত্তর মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো সম্পদ ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য (Used and Useful) হলে তা ট্যারিফ নির্ধারণে সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবচয় ধার্য করা হয়। পিজিসিবি এর নতুন ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য (Used and Useful) হলে প্রযোজ্য সময় থেকে অবচয় নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়।

৬.৭ সঠিক মাপে, মানে ও দামে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে কমিশন গ্রীড কোড প্রণয়ন করেছে (গেজেটে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন), বিতরণ পর্যায়ে Interruptions এবং Frequency এর তারতম্য হ্রাস করে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছানোসহ বিদ্যুৎ বিতরণের সকল পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিতকরণে ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যৌক্তিক মূল্যহারে ভোক্তার গুণগতমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা/কোম্পানী গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে।

৬.৮ বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও তেল খাতে মজুদ অর্থে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে কমিশনের আওতাধীনে তহবিল গঠনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ খাতে মজুদ অর্থের মধ্যে ভোক্তা নিরাপত্তা জামানত, পেনশন তহবিল, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি খাতের অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসকল তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে বিধায় এ বিষয়ে আরও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিশন মনে করে।

৬.৯ পিজিসিবি এর বৃহৎ প্রকল্পের ব্যয়, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি ইত্যাদি তথ্য স্থানীয় জনগণের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার বিষয়ে গণশুনানিতে দাবী এসেছে, যার সাথে কমিশন একমত।

৬.১০ সরকার ব্যাংক আমানতের সুদের হার হ্রাস করায় পিজিসিবি এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ন হ্রাসের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর দীর্ঘমেয়াদী ট্রেজারী বিল, স্থায়ী আমানত, ডাকঘর সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ইন্সট্রুমেন্টে অর্থ বিনিয়োগের হ্রাসমান রিটার্ন বিবেচনায় পিজিসিবি এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর বিদ্যমান ১২.০০% রিটার্নের পরিবর্তে ১০.০০% রিটার্ন বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ডের বর্তমান হার, ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা, কমিশনের ইতঃপূর্বের নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিবেচনায় গণশুনানির আলোচনা অনুযায়ী পিজিসিবি এর অবশিষ্ট ইক্যুইটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সাম্প্রতিকতম নিলাম রেট (০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০) ৮.২৭% এর অর্ধেক হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বেসরকারি ঋণের ভারিত গড় সুদের হার ৪.৪৬% বিবেচনায় পিজিসিবি এর রেট বেজের ওপর ভারিত গড় রেট অব রিটার্ন ৪.৭৫% হিসেবে রিটার্ন অন রেট বেজ নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.০ <u>পিজিসিবি এর রাজস্ব চাহিদা</u>

৭.১ পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-১: বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের পরিমাণ এবং সঞ্চালন লস

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	নীট বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমাণ	৭৭,২৬৯
২	সঞ্চালন লস (২.৭৫% হিসেবে)	২,১২৫
৩	নীট বিদ্যুৎ সঞ্চালনের পরিমাণ (১-২)	৭৫,১৪৪

সারণি-২: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহে ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ

ক্রমিক নং	বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী	ভোল্টেজ লেভেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)			মোট সরবরাহ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
		২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	৩৩ কেভি	
১	বিউবো	১,৪৯২	১,২৫২	১০,০৩৪	১২,৭৭৮
২	বাপবিবো	-	-	৩৭,৫৬০	৩৭,৫৬০
৩	ডিপিডিসি	-	৮,৯৩৬	১,৪৭৭	১০,৪১৩
৪	ডেসকো	-	২৫০	৫,৯২৮	৬,১৭৮
৫	ওজোপাডিকো	-	-	৩,৮৯৫	৩,৮৯৫
৬	নেসকো	-	-	৪,৩২০	৪,৩২০
সর্বমোট সরবরাহ		১,৪৯২	১০,৪৩৮	৬৩,২১৪	৭৫,১৪৪

সারণি-৩: পিজিসিবি এর সঞ্চালন ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৩,৫৪৭
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৭৩৯
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১,২২৬
৪	অবচয়	৭,৭৩৩
৫	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত লাভ-ক্ষতি	-
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	৮,৪১৪
৭	কর্পোরেট ট্যাক্স	১,৩২১
৮	**মোট সঞ্চালন ব্যয় (১+....+৭)**	**২২,৯৮০**
৯	অন্যান্য আয়	৯৩৪
১০	**নীট সঞ্চালন ব্যয় (৮-৯)**	**২২,০৪৬**
১১	নীট রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.)	০.২৯৩৪
১২	বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	০.২৭৮৭
১৩	ঘাটতি (টাকা/কি.ও.ঘ.) [১১-১২]	০.০১৪৭
১৪	সঞ্চালন মূল্যহার বৃদ্ধি প্রয়োজন	৫.২৭%

৭.২ বর্ণিতাবস্থায়, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পিজিসিবি এর নীট সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ২২,০৪৬ মিলিয়ন টাকা বা ০.২৯৩৪ টাকা/কি.ও.ঘ. বিবেচনা করা যায়।

৮.০ <u>মূল্যহার আদেশ</u>

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

৮.১ পিজিসিবি এর সঞ্চালন মূল্যহার ভারিত গড়ে ০.২৯৩৪ টাকা/কি.ও.ঘ নির্ধারণ করা হলো। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীভিত্তিক পুনঃনির্ধারিত সঞ্চালন মূল্যহার এ আদেশের অংশ হিসাবে **পরিশিষ্ট "ক"**-এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.২ পিজিসিবি প্রত্যেক বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে রেডিয়ালি (Radially) বিদ্যুৎ (Real and Reactive Power) সরবরাহ করবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে বিদ্যুতের একক ক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর সাথে সমন্বয় করে অপসারণ করবে।

৮.৩ পিজিসিবি গ্রীড কোড যথাযথভাবে অনুসরণ করবে এবং তা সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে।

৮.৪ পিজিসিবি মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ভোল্টেজ প্রোফাইল ঠিক রাখার জন্য যথাযথ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় Reactive Power Compensation এর ব্যবস্থা নেবে।

৮.৫ পিজিসিবি সমগ্র সঞ্চালন নেটওয়ার্কে N-1 Security নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।

৮.৬ পিজিসিবি বিদ্যুতের একক ক্রেতা এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের সাথে সমন্বয় করে গ্রীড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং যথাযথ স্থানে সঠিক ক্যাপাসিটির গ্রীড উপকেন্দ্র (বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ) স্থাপন করবে।

৮.৭ পিজিসিবি 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর আওতায় অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং সে অনুযায়ী স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সম্পর্কিত চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৮.৮ পিজিসিবি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে উৎপাদন প্রান্ত থেকে গ্রীডে প্ল্যান্টভিত্তিক বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমাণ, প্ল্যান্ট ভিত্তিক নন-গ্রীড বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ, ট্রান্সমিশন লস, বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক বিদ্যুৎ সঞ্চালনের পরিমাণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন আয়ের পরিমাণ মাসভিত্তিক কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.৯ পিজিসিবি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের বিশদ বিবরণ, আওতাধীন এলাকা, ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি তথ্য সাইন বোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করবে।

৮.১০ পিজিসিবি অবচয় খাতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করবে।

৮.১১ এ আদেশ **বিল মাস মার্চ ২০২০** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০৩

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

পরিশিষ্ট-'ক'

বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ), ২০২০

ভোল্টেজ লেভেল		অনুমোদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি	০.২৮৫৭
২	১৩২ কেভি	০.২৮৮৬
৩	৩৩ কেভি	০.২৯৪৪

২। পুনঃনির্ধারিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার **বিল মাস মার্চ ২০২০** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

২৭/২/২০
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

২৭.২.২০
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

২৭/০২/২০
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৭/২/২০২০
(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান